



## ২০১৬ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক শ্রী সনন্ত তাঁতি

আধুনিক অসমিয়া কবিতার নীরব সাধক সনন্ত তাঁতির জন্ম ১৯৫২ সালে, অসমের বাংলাদেশ-সংলগ্ন বরাক উপত্যকায় করিমগঞ্জ জেলার কালীনগর চা-বাগানে। ওড়িয়াভাষী চা-বাগান শ্রমিকের সন্তান সনন্ত নিকটবর্তী শহর রামকৃষ্ণনগরে বড় হয়ে ওঠেন। পরে শৈলশহর শিলঙে পড়াশোনা এবং ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলা বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি লাভ।

ছেলেবেলাতেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে। স্বভাবতই এই ভাষার প্রেমে পড়েন, যা আজও অম্লান। তাঁর প্রথম রচনাও বাংলা ভাষায় লেখা একটি প্রেমের কবিতা। যৌবনে যোরহাটে বসবাসকালে তিনি অসমিয়া ভাষার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে এই ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা উপলব্ধি করেন, যা অসমিয়া সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলে এবং এই ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। সনন্ত এমন একজন কবি যাঁর মাতৃভাষা ওড়িয়া, শিক্ষা বাংলা মাধ্যমে আর কবিতা রচনা অসমিয়া ভাষায়— নিঃসন্দেহে এ এক বিরল কৃতিত্ব। সাম্যবাদী ভাবধারায় পুষ্ট তাঁর জীবন ও সংবেদনশীলতা আশির দশকে অসমের রাজনৈতিক অস্থিরতার দিনগুলিতে তাঁর কবিতায় জুগিয়েছিল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

সনন্তের অসমিয়া কবিতা-সংকলনের সংখ্যা তেরো। তাঁর কবিতার স্বাতন্ত্র্য যেমন পাঠকের ভালোবাসা অর্জন করেছে তেমনিই সমালোচকদের দ্বারাও উচ্চপ্রশংসিত। তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'উজ্জ্বল নক্ষত্রের সন্ধানত' প্রকাশ পায় ১৯৮১ সালে, চার বছর পরে বেরোয় দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মই মানুহর অমল উৎসব'। সনন্তের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'নিজর বিরুদ্ধে শেষ

প্রস্তাব' (১৯৯০), 'শব্দত অথবা শব্দহীনতাত' (১৯৯৩), 'মৃত্যুর আগর স্টপেজত' (১৯৯৬), 'টেপনিতো কেতিয়াবা বারিষা আহে' (১৯৯৭), 'ধূঁয়া ছাইর সপোন' (১৯৯৯), 'দীর্ঘ বসন্তর সৌরভ' (২০০২), 'আপুনি আপোনার স'তে যুদ্ধ করিব পারিবনে' (২০০৪), 'মই' (অর্থাৎ 'আমি', ২০০৮), 'মোর নিরাভরণ আত্মার শোকাবহ শব্দবোর' (২০১০), 'কাইলর দিনটো আমার হ'ব' (২০১৩)। গত মাসে (ফেব্রুআরি, ২০১৭) প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ত্রয়োদশ অসমিয়া কাব্যগ্রন্থ 'মোর প্রিয় সপোনের ওচরে-পাঁজরে' আর তাঁর কবিতার দিব্যজ্যোতি শর্মা কৃত ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ 'Selected Poems'।

সার্ক-ভুক্ত দেশগুলির লেখকদের সম্মেলন সহ বেশ কয়েকটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে যোগ দিয়েছেন সনন্ত। তিনি ইতিমধ্যেই যে-সব পুরস্কারে ভূষিত তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৯২ সালে অসম কবি সমাজ প্রদত্ত মৃণালিনী দেবী গোস্বামী পুরস্কার, ২০০২ সালে বীর বিরসা মুন্ডা পুরস্কার, ২০১১ সালে চর চাপোরি সাহিত্য পরিষদ প্রদত্ত ওসমান আলি সদাগর সমন্বয় পুরস্কার, ২০১৪ সালে ত্রান্তিকাল সম্মান, ২০১৫ সালে অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত নিজরা কবি শৈলধর রাজখোয়া পুরস্কার এবং ২০১৬ সালে এপিপিএল প্রদত্ত শিরিষ-অয়েল সাহিত্য পুরস্কার।

অসম সরকারের শ্রম দপ্তরের অধীন চা-শ্রমিকদের পেনশন ও প্রভিডেন্ড ফান্ড সংক্রান্ত অর্ধ-সরকারি সংস্থা থেকে ২০১২ সালে ডেপুটি পিএফ কমিশনার হিসেবে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন সনন্ত, তার পরও ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত ওই সংস্থায় অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি হিসেবে কাজ করেছেন।